بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৬ মে, ২০২৩ মোতাবেক ২৬ হিজরত, ১৪০২ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে যখন এই সংবাদ দেন যে, এই পৃথিবী থেকে তোমার বিদাক্ষণ সন্নিকটে, তখন তিনি (আ.) জামা'তকে সম্বোধন করে বলেন, খোদা তা'লা দুই প্রকার কুদরত (তথা শক্তি ও মহিমা) প্রকাশ করেন। প্রথমত স্বয়ং নবীদের মাধ্যমে নিজের শক্তিমত্তা প্রদর্শন করে থাকেন। দ্বিতীয়ত এমন সময়ে যখন নবীর মৃত্যুর পর বিপদাবলী সামনে এসে দাঁড়ায় আর শত্রুরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে আর মনে করে যে, এখন (নবীর) কাজ ব্যর্থতার দ্বারপ্রান্তে। এছাড়া তারা এ বিশ্বাসে উপনীত হয় যে, এখন এই জামা'ত বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এমনকি স্বয়ং জামা'তের সদস্যরাও দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে আর তাদের কটিদেশ ভেঙে যায় আর অনেক দুর্ভাগা মুরতাদ হয়ে যায়। তখন খোদা তা'লা দ্বিতীয়বার স্বীয় অসাধারণ শক্তিমত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটান এবং পতনোন্মুখ জামা'তকে রক্ষা করেন। অতএব যারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করে তারা খোদা তা'লার সেই নিদর্শন দেখতে পায় যেমন কিনা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সময় ঘটেছিল। যখন মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুকে এক অকাল মৃত্যু মনে করা হয়েছিল আর বহু মরুবাসী অজ্ঞ লোক মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং সাহাবীরাও দুঃখের আতিশয্যে উম্মাদপ্রায় হয়ে পড়েছিলেন। তখন খোদা তা'লা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে দণ্ডায়মান করে পুনরায় নিজ কুদরত তথা শক্তিমত্তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন আর ইসলামকে বিলুপ্তির হাত হতে রক্ষা করেন এবং وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا (সূরা নূর-৫৬) মর্মে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন, অর্থাৎ ভয়ের পর আমরা তাদেরকে পুনরায় সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করব। হযরত মূসা (আ.)-এর যুগেও এমনই হয়েছিল যখন কিনা হযরত মূসা (আ.) মিশর থেকে কেনানের পথে বনী ইসরাঈল জাতিকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে গন্তব্যে পৌঁছানোর পূর্বেই মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে বনী ইসরাঈল জাতির মাঝে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। যেমনটি তওরাতে উল্লেখ আছে যে, বনী ইসরাঈল এই অকাল মৃত্যুর শোকে এবং হযরত মূসা (আ.)-এর আকস্মিক বিয়োগ বেদনায় ৪০ দিন পর্যন্ত ক্রন্দন করেছিল। তিনি (আ.) বলেন, অতএব হে প্রিয়গণ! যেহেতু আদিকাল থেকে আল্লাহ্ তা'লার বিধানই হলো, তিনি দুটি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীদের দুটি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখাতে পারেন। তাই এখনও এটি সম্ভব নয় যে, খোদা তা'লা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন। তাই আমি তোমাদের সামনে যেকথা বর্ণনা করেছি তাতে তোমরা দুঃখভারাক্রান্ত হইও না আর তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কেননা তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও আবশ্যক এবং সেটির আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা সেটি স্থায়ী, যার ধারাবাহিকতা কেয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। এছাড়া সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্তু আমি চলে যাবার পর খোদা তোমাদের জন্য সেই দ্বিতীয় কুদরতকে প্রেরণ

করবেন যা তোমাদের সাথে চিরকাল থাকবে, যেভাবে বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সেই প্রতিশ্রুতি আমার সম্বন্ধে নয়, বরং তা তোমাদের সাথে সম্পর্ক রাখে। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি তোমার অনুসারী এই জামা'তকে কেয়ামত পর্যন্ত অন্যদের ওপর প্রাধান্য দিব। সুতরাং তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদ দিবস উপস্থিত হওয়াও অবশ্যম্ভাবী যেন এরপর সেই দিন আসে যা স্থায়ী প্রতিশ্রুতির দিন। আমাদের খোদা প্রতিশ্রুতি পালনকারী, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী খোদা। তিনি তোমাদের সেই সবকিছু দেখাবেন যার প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন। যদিও এযুগটি পৃথিবীর শেষ যুগ এবং এটি বহু বিপদাপদ অবতীর্ণ হবার সময়, তা সত্ত্বেও খোদা তা'লা যে সমস্ত বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন তা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই পৃথিবী কায়েম থাকা আবশ্যক। আমি খোদার পক্ষ থেকে এক প্রকার কুদরত(শক্তি ও মহিমা) হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি। আর আমি খোদার এক মূর্তিমান কুদরত। আমার পর আরো কতিপয় ব্যক্তি হবেন যারা দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশস্থল হবেন। খোদা তা'লা পৃথিবীর বিভিন্ন জনবসতিতে বসবাসকারি সব পুণ্য প্রকৃতির মানুষকে তৌহীদের প্রতি আকৃষ্ট করতে আর নিজ বান্দাদেরকে এক-অদ্বিতীয় খোদার ধর্মে একত্রিত করতে চান, হোক তা ইউরোপ বা এশিয়া। এটিই খোদা তা'লার অভিপ্রায়, যার জন্য আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি। অতএব তোমরা এই উদ্দেশ্য সাধনে কাজ করে যাও, কিন্তু (তা করতে হবে) নম্রতা ও উত্তম চরিত্র আর দোয়ার প্রতি জোর দেয়ার মাধ্যমে।

অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিরোধানের পর আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জামা'তকে হযরত মওলানা হেকীম নূরুদ্দীন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর হাতে ঐক্যবদ্ধ করেন। যদিও কতিপয় লোক আঞ্জুমানের হাতে কর্তৃত্ব দেখতে চাইত। কিন্তু হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা নিয়ে এই নৈরাজ্য দমন করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) খিলাফতের আসনে সমাসীন হন। তার খলীফা নির্বাচিত হওয়ার সময়ও কতিপয় লোক যারা নিজেদেরকে জ্ঞানবুদ্ধির ক্ষেত্রে অনেক বড় মনে করত তারা নৈরাজ্য সৃষ্টির পায়তারা করেছে। তাদের চেষ্টা ছিল খিলাফতের নির্বাচনকে পুরোপুরি বাধাগ্রস্ত করা সম্ভব না হলেও অন্তত পক্ষে কয়েক মাসের জন্য মুলতবি করা উচিত, যেন তারা জামা'তের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির সুযোগ পায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা পুনরায় নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মু'মিনদের জামা'তকে এক হাতে একত্রিত করেছেন আর খিলাফত বিরোধীরা ও মুনাফিকরা ব্যর্থ ও বিফল হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তাঁর (রা.) খিলাফতকাল প্রায় ৫২ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় আর বিশ্বজুড়ে মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জামা'তের সাংগঠনিক কাঠামো সুদৃঢ় হয়। এ সবকিছুই তাঁর যুগে হয়েছে।

তাঁর তিরোধানের পর তৃতীয় খিলাফতের যুগ আরম্ভ হয়। হযরত মির্যা নাসের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ঐশি সাহায্য ও সমর্থনে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। এরপর ঐশী নিয়তি অনুযায়ী যখন তিনি মৃত্যু বরণ করেন তখন হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-কে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চতুর্থ খলীফার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই আসনে সমাসীন করেন। আমার বহু দুর্বলতা ও ঘাটতি সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জামা'তকে উন্নতির পথে

এগিয়ে রেখেছেন। এই সময়ে শত্রুরা জামা'তের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি এবং একে ভীতত্রস্ত বরং নিঃশেষ করা করার অনেক চেষ্টা করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আহমদীদের শহীদ করা হয়েছে, জাগতিক লোভলালসা দেখানো হয়েছে, কিন্তু খিলাফতের সাথে সম্পর্ক এবং ঈমান ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আহমদীদের আল্লাহ্ তা'লা ক্রমাগতভাবে উন্নতি দিতে থাকেন, তারা এশিয়ার আহমদী হোক বা ইউরোপের কিংবা আমেরিকার হোক বা আফ্রিকার। তাদের প্রত্যেকের খিলাফতের সাথে যে সম্পর্ক রয়েছে তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'লাই সৃষ্টি করতে পারেন। কোনো মানুষের এই শক্তি নেই যে, এমন ভালোবাসা ও নিষ্ঠার সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারে, যা জামা'তের সদস্যদের খিলাফতের প্রতি এবং যুগ–খলীফার জামা'তের প্রতি রয়েছে। আমি যে দেশেই যাই সেখানে এসব দৃশ্য চোখে পড়ে। আর এগুলো শুধু কথার কথা নয়, বরং আজকাল তো ক্যামেরার চোখ এগুলোকে সংরক্ষণ করে নেয়। এমটিএ এসব দৃশ্য (নিয়মিত) দেখায় আর যা দেখে বিরোধীরাও একথা বলতে বাধ্য যে, আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহারিক সমর্থন তোমাদের সাথে রয়েছে। এছাড়া প্রতি মাসে (আমার কাছে) হাজার হাজর চিঠিপত্র আসে যা একথা প্রকাশ করে যে, জামা'তের সাথে পত্রলেখকদের কীরূপ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং কীভাবে খিলাফতের সাথে মানুষকে সম্পৃক্ত করছেন এবং কীভাবে তাদের হৃদয়ে খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা ও সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন। এখন আমি আপনাদের সামনে দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু চিঠিপত্র উপস্থাপন করতে চাই যা স্পষ্ট করে যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার বিষয়ে মানুষকে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া মানুষের হৃদয়ে এ বিষয়টিও সঞ্চার করেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর (তিরোধানের) পর তাঁর চলমান খিলাফত ঐশী সমর্থনপুষ্ট।

তাঞ্জানিয়ার মুঞ্জে অঞ্চল থেকে মুয়াল্লিম সাহেব লিখেছেন, একদিন ফজরের নামাযের পর আমরা মুবাল্লিগ সাহেবের সাথে জামা'তের বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যাই। যোহরের নামাযের পূর্বে আমরা মসজিদে ফেরত এসে মসজিদের সিঁড়িতে একজন ভদ্রমহিলাকে (বসা অবস্থায়) দেখি। কুশলাদি জিজ্ঞেস করতে গিয়ে জানা যায়, তিনি দোয়া করানোর জন্য এসেছেন। সম্ভবত তার ধারণা ছিল, যেভাবে অ-আহমদী মুসলমানদের মাঝে ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদির প্রচলন আছে আমরাও (হয়ত) তেমনই করি। আফ্রিকানদের মাঝে এমন ঝাড় ফুঁকের অনেক প্রচলন আছে। অতএব মুরব্বী সাহেব তাকে জামা'তের শিক্ষামালা সম্পর্কে অবগত করেন এবং সেখানে তার জন্য দোয়াও করান। সেই ভদ্রমহিলা বলেন, আমি প্রায়ই স্বপ্নে দেখি যে, দীর্ঘ শ্মশ্রুমণ্ডিত বাদামী বর্ণের একজন মানুষ আমাকে ঠিক এভাবেই ধর্ম সম্পর্কে বুঝান যেভাবে এই মুরব্বী সাহেব আমাকে বুঝিয়েছেন। তখন তার সামনে আহমদীয়া জামা'তের পরিচয় তুলে ধরা হয়। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং খলীফাদের ছবি দেখানো হয়। সেই (মহিলা) বলেন, যে বুযূর্গ স্বপ্নে এসে তাকে বুঝান তাঁর চেহারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অথবা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়। এরপর সেই মহিলা তার তিন সন্তানসহ বয়আত করেন। এ যুগে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর চেহারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে দেখানো হয়েছে।

এরপর ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিম কালিমাতান প্রদেশের একটি অঞ্চলের বাসিন্দার নাম আব্দুল্লাহ্। তিনি তার স্ত্রী এবং সন্তানদের সাথে নিয়ে বয়আত করেন। ২০১৯ সাল থেকে জামা'তের সাথে তার যোগাযোগ ছিল এবং মুবাল্লিগের কথায় তিনি যথেষ্ট প্রভাবিত ছিলেন,

তাই (আমাদের) মসজিদে তার যাতায়াত ছিল। কেননা তার ধারণা ছিল, ইনি অন্যান্য মৌলভীর চেয়ে অনেক আলাদা। যাহোক, আমাদের মুবাল্লেগের সাথে তার ঘনিষ্টতার কারণে সেই এলাকার মৌলভী এবং পাড়ার লোকেরা তার বিরুদ্ধে অপবাদ দিতে আরম্ভ করে, (তাকে) উচ্ছেদ করে এবং তাকে তাদের মসজিদেও যেতে দিত না। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখি, আমি এমন এক ঘূর্ণাবর্তে আটকা পড়েছি যা আমাকে নিমজ্জিত করবে। তখন এক বুযূর্গ আমাকে উদ্ধার করতে আসেন যিনি আলখেল্লা পরিহিত এবং (হাতে) লাঠি রয়েছে। তখন আমাদের মুবাল্লিগ তাকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি ছবি দেখান যাতে হুযূর (আ.)-এর (তাঁর হাতে) একটি লাঠি ছিল। তিনি কাঁপতে কাঁপতে বলেন, ইনিই সেই বুযূর্গ যিনি স্বপ্নে আমাকে তার লাঠি দ্বারা ঘূর্ণাবর্ত থেকে উদ্ধার করেছিলেন। একইভাবে তার ছেলেও স্বপ্ন দেখেছে। (কেবল বাবাই দেখে নি বরং ছেলেও দেখেছে)। সে এভাবে (স্বপ্নে) বেশ কয়েকজনকে আলখেল্লা পরিহিত অবস্থায় দেখেছে। তখন আমাদের মুবাল্লিগ সাহেব তাকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পাশাপাশি খলীফাদের ছবিও দেখান, তখন সেই ছেলে বিস্ময়ের সাথে বলে, সে যাদেরকে দেখেছিল তাদের মধ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেসও ছিলেন, খলীফাতুল মসীহ্ রাবেও ছিলেন আর আমিও (খলীফা খামেস) ছিলাম। সে বলে, এঁরা তো তাঁরাই যাদেরকে আমি দেখেছি। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে একত্র করেও দেখিয়ে দিয়েছেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পর চলমান খিলাফত ব্যবস্থা এমন এক ব্যবস্থাপনা যা নিজের মাঝে ধারাবাহিকতা রাখে। যাহোক, এ সব স্বপ্নের পর এই পরিবারটি বয়আত করেছে। যদি সত্যিকার ব্যাকুলতা থাকে তাহলে এভাবে আল্লাহ্ তা'লা দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

এরপর ইন্দোনেশিয়ার দক্ষিণ প্রদেশের একটি জায়গা হলো **বারু**। আমীর সাহেব লিখেছেন, তিনি মসজিদে ফজরের নামায পড়াচ্ছিলেন তখন এক ব্যক্তি জামা'তে যোগদান করতে আসেন সে বলে, সে অন্য কোনো জায়গা থেকে তার স্ত্রীর আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছে। কথায় কথায় সে তার অতীত জীবনের কাহিনী শুনায় যা ছিল সমস্যায় জর্জরিত। সে বলে, একবার কঠিন পরিস্থিতিতে সেস স্বপ্নে দেখে, সাদা পাগড়ী এবং শ্মশ্রুমণ্ডিত একজন বুযূর্গের সাথে (তার) সাক্ষাৎ হয়। স্বপ্নে পাগড়ী পরিহিত বুযূর্গ তাকে বলে, টানা চল্লিশ দিন প্রত্যহ ফজরের নামাযের (সময়) সদকার বাক্সে সদকা দিতে থাক, বিপদাপদ দূর হয়ে যাবে। তিনি তেমনই করেন যেমনটি স্বপ্নে তাকে বলা হয়েছিল। তিনি বলেন, বিশতম দিনে তার দুশ্চিন্তা দূর হতে থাকে। চাকরি এবং বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধাও লাভ হয়। তিনি বলেন, প্রায় তিন মাস পূর্বে সাদা পাগড়ী এবং শ্মশ্রুমণ্ডিত ব্যক্তি পুনরায় স্বপ্নে আসেন আর ফল নেয়ার জন্য তাকে পাহাড়ে নিয়ে যান এবং বলেন, এই স্বপ্ন কেবল তাদেরকেই বলবে যারা নিজেদের মাঝে তাকওয়ার লক্ষণাবলী দেখা যায়। এরপর মুবাল্লিগ তাকে খলীফাদের ছবি দেখালে সেই ব্যক্তি অবাক বিস্ময়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর ছবির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, আমি এই ব্যক্তিকে আমি দেখেছি। এরপর এই ভদ্রলোক বয়আত করে আহমদীয়াতে যোগদান করেন।

এরপর মালীর অধিবাসিনী সিরাজী নামের একজন ভদ্রমহিলা সম্পর্কে স্থানীয় মুবাল্লিগ বলেন, তিনি অনেক নিষ্ঠাবতী। আশপাশের গ্রামগুলোতে যেখানেই তবলিগী অধিবেশনের কথা শুনেন, নিজের সন্তানদের বলেন, আমাকে সাইকেলে বসিয়ে সেখানে নিয়ে যাও। তিনি বলেন, আহমদী হওয়ার পূর্বে তিনি স্বপ্নে দুটি আওয়াজ শুনতেন। একটি হলো, আমার

(হুযূরের) খুতবার শুরুতে যে তাশাহ্হুদ ও সূরা ফাতিহা পাঠ করি সেই তিলাওয়াতের আওয়াজ আর দ্বিতীয়টি সেখানকার মুবাল্লিগ মুআয সাহেবের তবলীগের আওয়াজ। সেই ভদ্রমহিলা বলেন, আমি চিন্তা করতাম যে, এগুলো কার আওয়াজ যা আমি স্বপ্নে শুনতে পাই। জামা'তের রেডিও অনুষ্ঠান যখন আরম্ভ হয়, তিনি রেডিওতে আমার খুতবা শুনেন এবং তিলাওয়াত শুনেন। অন্যান্য তবলীগি অনুষ্ঠান দেখার পর বলেন, এগুলো তো সেই আওয়াজ যা আমি শুনতাম। অতএব এ বিষয়টিই তার আহমদীয়াত গ্রহণের কারণ হয়।

আরেকটি দেশ হলো ক্যামেরুন। সেখানকারও রিপোর্ট আছে। আব্দুর রহমান বীলা নামে একজন যুবক তার আহমদী হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কয়েক বছর পূর্বে আমি স্বপ্নে দুজন বুযূর্গকে দেখেছি। তাদের মাঝে একজন আমাকে বলেন, তুমি কি করো? আমি বলি, আমি শহরে মটর সাইকেলে যাত্রী বহন করে আমার জীবিকা নির্বাহ করি। তখন অপরজন আমাকে বলেন, মটর সাইকেল ছাড়ো আর এখানে এসে নামায পড়ো। অতএব আমি নামায পড়াই আর এরপর আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি বলেন, কয়েকদিন পর আমি বাজারে একজন যুবককে লিফলেট বিতরণ করতে দেখি আর সেটি আহমদীয়া জামা'তের লিফলেট ছিল। আমি বাড়িতে গিয়ে মনোযোগের সাথে সেই লিফলেটটি দেখি এবং পড়ি। সেই লিফলেটে আমি এক বুযূর্গের ছবি দেখি আর সেই ছবিটি ছিল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যা আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। এরপর তিনি জামা'তের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন এবং মুয়াল্লেমের সাথে তার যোগাযোগ (ক্রমশ) আরো বৃদ্ধি পায়। তিনি (আহমদীয়াত সংক্রান্ত) বইপুস্তক সংগ্রহ করেন। এছাড়া পূর্বে দ্বিতীয় যে ব্যক্তিকে তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন (তার সম্পর্কে) তিনি বলেন, সেই ছবিও আমি অন্যান্য বইপুস্তকে দেখতে পাই আর সেই ছবিটি আমার ছিল, অর্থাৎ দ্বিতীয়টি বর্তমান খলীফার (ছবি) ছিল। তিনি বলেন, আমি নাম তো শুনেছিলাম কিন্তু খুব বেশি জানতাম না, তবে যিনি আমাকে স্বপ্নে নামাযের ইমামতি করতে বলেছিলেন তিনি জামা'তের বর্তমান খলীফা ছিলেন। এছাড়া স্বপ্নে তার নামাযের জন্য আহ্বান করা এবং নামায পড়ানোর কল্যাণ দেখুন! গত বছর আমাদের গ্রামপ্রধান মারা যান আর ঘটনাচক্রে তার কোনো সন্তান ছিল না। ফলে তার ওসীয়্যত অনুসারে আমাকেই গ্রামপ্রধান বানানো হয় এবং এই সম্মান দেওয়া হয়। তিনি বলেন, আমি মনে করি এ সম্মান আমি জামা'তের কল্যাণেই লাভ করেছি।

আরেকটি দেশ হলো গিনি বিসাউ। সেখানকার মোবাল্লেগ ইনচার্জ বলেন, এখানকার এক অঞ্চলের একজন ভদ্র মহিলা হলেন আয়েশা মারিয়া সাহেবা। তার দুই ছেলে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। আয়েশা সাহেবার বড় ভাই জামা'তের ঘোর বিরোধী আর সে–ই আয়েশা সাহেবা ও তার পরিবারের দেখাশোনা করত এবং খাদ্যসামগ্রীও সরবরাহ করত। ফলে সে তার বোনকে ফোন করে শাসিয়ে বলে, তোমার ছেলেরা যদি আহমদীয়াত পরিত্যাগ না করে তাহলে আমি তোমাদের সাহায্য করা বন্ধ করে দিব এবং তোমাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। একথা শুনে আয়েশা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। কাজেই তিনি ছেলেদের ডেকে আহমদীয়াত ছেড়ে দিতে বলেন, কিন্তু ছেলেরা উত্তরে বলে, আল্লাহ্ তা'লার সত্তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট আর আমরা কখনোই আহমদীয়াত পরিত্যাগ করব না। ছেলেদের এ জবাব শুনে আয়েশা আরো চিন্তিত হয়ে পড়েন। কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না। তিনি বলেন, দুদিন পর আমি স্বপ্নে দেখি, স্বপ্নে আমি খুব উদ্বিগ্ন আর চিৎকার করে কাঁদছি। এমন সময় সাদা পোশাক পরিহিত ও শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত এক ব্যক্তি তাকে ডেকে কান্নার

কারণ জিজ্ঞাসা করেন? তিনি তার কাছে পুরো ঘটনা খুলে বলেন, তখন তিনি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, চিন্তা করবে না, তোমার ছেলেরাই তাদের সবার উপরে থাকবে। একথা শুনে তার চোখ খুলে যায়, স্বপ্ন দেখার পর তার অন্তর প্রশান্ত ছিল। সকালে তিনি আমাদের মোবাল্লেগকে স্বপ্নটি শুনান আর মোবাল্লেগ সাহেব তাকে আমার ছবি দেখালে তিনি বলে উঠেন, এই তো সেই ব্যক্তি যিনি আমার স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন এবং আমাকে আশ্বস্ত করেছিলেন। আল্লাহর রহমতে এখন তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী একজন আহমদী এবং লাজনার প্রতিটি কাজে তিনি প্রথম সারিতে থাকেন।

কেনিয়ার একটি ঘটনাও আছে। নিকোরো অঞ্চলের ভাটি এলাকায় আমাদের জামা'ত রয়েছে আর এটি খ্রিষ্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা। এটি একটি ছোটো শহর এবং বলা হয়ে থাকে, এই শহরে প্রায় সাড়ে পাঁচশ গির্জা রয়েছে এবং একমাত্র আহমদী মুসলিম জামা'তেরই একটি কেন্দ্র রয়েছে। একদিন একজন মুসলমান আমাদের কেন্দ্রে এসে নামাযে যোগ দেন। নামায শেষ করে তিনি জানান তার নাম মুহাম্মদ আবদি এবং তিনি এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা। তিনি বলেন, কয়েকদিন আগে জানতে পারি এখানে একটি নামাযের স্থান আছে, তাই আমি নামাযের জন্য এলাম। তার সামনে জামা'তের পরিচিতি তুলে ধরা হলে তা শুনে তিনি এমন কিছু কথা বলেন যা থেকে বুঝা যায়, তিনি জামা'ত বিরোধী মনোভাব পোষণ করে। একদিন পথিমধ্যে আবার তার সাথে দেখা হলে মুয়াল্লেম সাহেব বলেন, আপনি (আমাদের) মুসলিম ভাই। আপনি ভিন্ন মত পোষণ করলেও কোনো সমস্যা নেই। আপনি আমাদের কেন্দ্রে নামায পড়তে আসুন। আপনার কোনো সংশয় বা কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনি বিনা দ্বিধায় জিজ্ঞেস করতে পারেন, আমরা উত্তর দিব। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর কাছে তার হৃদয়ের দ্বার উন্মোচিত হওয়ার জন্য দোয়াও করতে থাকি। তিনি বলেন, কিছু দিন পর মুহাম্মদ আবদি নামের সেই ব্যক্তিটি আমার বাসায় আসেন। তিনি যখন বাড়িতে আসেন তখন এমটিএ চলছিল এবং সেখানে এমটিএতে আমার খুতবা চলছিল। অনেকক্ষণ তিনি মনোযোগ সহকারে (কথা) শুনতে থাকেন। খুতবা শেষ হলে তিনি বলেন, আমি বয়আত করতে চাই। তিনি বলেন, এতে আমি খুবই আশ্চর্য হই, কেননা বাহ্যত সে বিরোধী ছিল, হঠাৎ তার মাঝে কীভাবে এরূপ পরিবর্তন সাধিত হলো? তাকে বয়আতের কারণ জিজ্ঞেস করি। তখন তিনি বলেন, গত রাতের শেষাংশে আমার ঘুম ভেঙে গেলে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে উঠানে যাই আর হঠাৎ করে আকাশের দিকে চোখ পড়লে আমি উজ্জ্বল কিছু দেখতে পাই যা আমার হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এখানে খলীফার খুতবা দেখার পর আমার মাথায় থাকা রাতের দৃশ্যটি পুরোপুরি ফুটেওঠে। এখন আমি পুরো পরিবারসহ বয়আত করছি এবং জামা'তে যোগ দিচ্ছি।

এখন দেখুন! আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে একজন বিরোধীর কাছে আহমদীয়াতের সত্যতাই কেবল প্রকাশ করেন তা নয়, বরং তার হৃদয়ে খিলাফতের সাথে সম্পর্কও সৃষ্টি করেন। এটি কোনো মানুষের প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়।

আরেকটি দেশ ক্যামেরুন, সেখানে মারওয়া নামে একটি শহর আছে, সেখানকার এক স্কুলের শিক্ষক সোলেমান সাহেব বলেন, আমি ক্যাবল টিভিতে এমটিএ-এর একটি অনুষ্ঠান দেখি যেখানে আহমদীয়া জামা'তের খলীফা বাচ্চাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। একটি শিশু ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে চলমান যুদ্ধ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে আহমদীয়া জামা'তের ইমাম খুব সুন্দরভাবে সাদামাটা উত্তর দেন এবং আরো বলেন, আমি বিশ্বের শক্তিশালী

দেশগুলোর রাষ্ট্রপতিদের কাছে পত্র লিখেছি এবং তাদের সতর্কও করেছি। এখন যদি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা না করা হয় এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করা না হয় তাহলে অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। তিনি বলেন, এসব কথা শুনে আমি ভাবছিলাম, আমি জামা'তের কারো সাথে যোগাযোগ করব। একদিন মারওয়া শহরের স্থানীয় টিভিতে স্থানীয় ভাষায় আহমদীয়া জামা'তের ইমামের খুতবার অনুবাদ প্রচারিত হচ্ছিল। টিভির পর্দায় জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেবের ফোন নম্বর ভেসে উঠলে আমি (সেটির মাধ্যমে) জামা'তের সঙ্গে যোগাযোগ করি। অতঃপর জামা'তের বইপুস্তক পড়ি, বিশ্ব সংকট– সংক্রান্ত খলীফাতুল মাসীহ্‌র বই পড়ি আর এরপর আমার মন আশ্বাস্ত হলে আমি বয়আত করে জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হই। মুয়াল্লেম সাহেব বলছেন, তিনি এখন জামা'তের একজন সক্রিয় সদস্য।

আবার সিয়েরা লিওন থেকে মোল্লেগ সাহেব লিখেন, ইব্রাহীম নামের এক ব্যক্তি, যিনি জামা'তের বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু আহমদীও ছিলেন না। তিনি এমটিএ-তে আমার খুতবা শোনার পর প্রকাশ্যে কথা বলতে আরম্ভ করেন যে, মৌলভী সাহেবরা আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে যে শিক্ষা দিচ্ছেন তার ভিত্তি মিথ্যার ওপর। আমি স্বয়ং জামা'তের ইমামকে পবিত্র কুরআন থেকে উদ্ধৃতি দিতে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম উল্লেখ করতে এবং হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। এছাড়া আহমদীদের কালেমাও একই আর তারা ইসলামের (রীতি) অনুযায়ীই সবকিছু করে, তাহলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কীভাবে মিথ্যা হতে পারে? এরপর তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন এবং চাঁদায় যোগ দেন আর এখন তিনি একজন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান আহমদী।

ত্রিনিদাদের আমীর সাহেব লিখেন, একজন নবদীক্ষিতা আহমদী শিরীদা সাহেবা গত বছর তার স্বামীর সাথে বয়আত করেছিলেন। তিনি তার দুই অমুসলিম বোন এবং প্রতিবেশীকে তার বাসায় টিভিতে যুক্তরাজ্যের জলসা দেখার আমন্ত্রণ জানান। এসব লোক জলসার সমস্ত আয়োজন দেখে খুব মুগ্ধ হয় এবং বিশেষ করে আমার বক্তৃতাগুলো তাদের খুব পছন্দ হয়। (এর ফলে) তারা বলে, আহমদীয়া জামা'তই আসল ইসলাম আর সবগুলো ইসলামী দলই যদি এমন হয়ে যায় তাহলে ইসলাম বিশ্বে জয়যুক্ত হতে পারে। সেই মহিলা বলেন, খলীফাতুল মসীহ্‌কে দেখে আমি কাঁদতে আরম্ভ করি আর আমার মনে হচ্ছিল আমি তার চরণে বসে আছি। কিছুদিন তার স্বামী মারা যায়। সেই মহিলা তার বাড়ি উইল করে জামা'তকে দিয়ে দিয়েছেন এবং এখন বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

একজন স্থানীয় কিরগিজ সুলতান আতা খানুভ আহমদী হন। তিনি বলেন, আমার পুত্র ও স্ত্রী আগেই বয়আত করার সৌভাগ্য পেয়েছিল। আমি ২০১৭ সালে প্রতি জুমুআয় জামা'তের মিশন হাউজে যাওয়া আরম্ভ করি। আমি এবং আমার স্ত্রী গাড়িতে করে জুমুআর নামাযের জন্য জামা'তের মিশন হাউজ যাওয়ার সময় প্রায় ১২ কিলোমিটারের এই রাস্তায় সর্বদা আমরা হযরত খলীফাতুল মসীহর ধারণকৃত খুতবা শুনতাম। এসব খুতবা শুনলেই আমার অনুভূতি ও চেতনা অনেক দৃঢ় হয়ে যেত। এবছর ২রা মে পবিত্র মাহে রমজানের সমাপ্তি দিনে আমি বয়আত করি। এটি গত বছরের কথা। তিনি বলেন, আমি এটি পূর্বেই বর্ণনা করতে চেয়েছিলাম কিন্তু কোনো না কোনো কারণে একাজ রয়ে যেত। আমি ঘটনাটি সংক্ষেপে লিখেছি কিন্তু আমার হৃদয়ের মাঝে যা ঘটছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। আমি প্রত্যেক নামাযেই ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধির দোয়া করি। আর প্রতিটি জুমুআর নামায আমার জন্য অব্যাহতভাবে কিছু হলেও নতুন বিষয় উন্মোচন করছে।

প্যারাগুয়ের এক ভদ্র মহিলা লিজা বলেন, আল্লাহ্ প্রত্যেকের হেদায়েত পাওয়ার পৃথক পৃথক রাস্তা বানিয়ে রেখেছেন। ইসলাম আহদীয়াতের দিকে আমার সফর করোনা মহামারির সময়ে শুরু হয়েছে। আমি ভাবলাম, অবসর সময়ে কোনো ভাষা শিখা উচিত। এ লক্ষ্যে আমি অনলাইনে আরবী শেখা আরম্ভ করি। আরবীর মাধ্যমেই আমি ইসলাম সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পেরেছি। আমি অধ্যয়ন শুরু করে দিই। একদিন আমি ফেইসবুক একাউন্ট খুলে সেখানে 'কফি কেক এন্ড ইসলাম' শিরোনামে মসজিদে অনুষ্ঠিতব্য একটি অনুষ্ঠানের দাওয়াত নামা দেখি। আমি নিবন্ধিত হই আর নির্ধারিত সময়ে সেখানে উপস্থিত হই। সেখানে মুরব্বী সাহেব ও তার স্ত্রীর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। প্রথম দিকে আমার সংশয় ছিল যে মসজিদে কেবল আরবরাই প্রবেশ করতে পারবে কিন্তু সেখানে গিয়ে ইসলামের বিষয়ে যেসব কথা জানতে পেরেছি তা আমার জন্য একেবারেই নতুন ছিল। আমি জানতে পারি, ধর্মের বিষয়ে ইসলামে কোনো বলপ্রয়োগ নেই আর ইসলাম কেবল শান্তি ও সৌহার্দ্যের ধর্ম। সে রাতে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় আমার হাতে পবিত্র কুরআন ছিল। এরপর মুরব্বী সাহেবের স্ত্রীর সাথে আমার যোগাযোগ অব্যাহত থাকে, আমি তাকে অনেক প্রশ্ন করেছি। তার সাপ্তাহিক ক্লাসে অংশগ্রহণ করা আরম্ভ করি। আমি নিজের জন্য একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিই যে, আমাকে পুরো নামায মুখস্ত করতে হবে এবং শিখতে হবে। এভাবে দুই মাস অতিবাহিত হয়ে যায় আমি প্রতিদিন উঠতে বসতে ইসলাম সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকি। একদিন আমার স্বামী আমাকে মসজিদ থেকে নেয়ার জন্য আসেন, ফেরার পথে আমি তাকে বলছিলাম, আজ আমি অমুক অমুক জিনিস শিখেছি। এতে তিনি আমাকে বলেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ কর না কেন? একথা শুনে আমি একেবারে চুপ হয়ে যাই এবং আমার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়। কেননা আমার মুসলমান হওয়াই আমার জীবনের একমাত্র চাওয়া ছিল কিন্তু এটি আমার জন্য অনেক বড় একটি সিদ্ধান্ত ছিল। যাহোক, এরপর আমি আহমদী মুসলমান হওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। আমি আহমদীয়া জামা''ত সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে যাচাই বাছাই ও গবেষণা করি এবং বিভিন্ন প্রশ্ন করি। নিয়মিতভাবে যুগ-খলীফার খুতবাসমূহ শুনি এবং আমি নিশ্চিত হয়ে যাই যে, আমি সঠিক রাস্তায় আছি। আমাদের কাছে হেদায়েত রয়েছে, আমাদের এক ইমাম আছেন যিনি আমাদের খেয়াল রাখেন, আমাদের দিক নির্দেশনা প্রদান করেন, আমাদের জন্য দোয়া করেন। যদিও আমার এখনো অনেক কিছু শেখার আছে কিন্তু আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে আমার মন পরিস্কার। উল্লিখিত মহিলার বয়আত গ্রহণের কয়েক মাস পর তার স্বামীও বয়আত করে নেয় এবং বর্তমানে প্যারাগুয়ে জামা'তে তারা খুবই সক্রিয় ও নিষ্ঠাবান সদস্য।

এরপর কঙ্গো কিনশাসায় একটি জায়গা রয়েছে। এর পাশেই মাকাও নামক একটি ছোটো শহর কিংবা গ্রাম বিদ্যমান। সেখানকার একব্যক্তি আহমদ বাটাটু সাহেব নিজের আট সদস্যের পরিবারসহ বয়আত করেন বরং তিনি বয়আতের পর তবলীগও আরম্ভ করে দেন এবং তার তবলীগের ফলে আরো ৬২ জন সদস্য জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই বন্ধুর ভাষ্য হলো, আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হবার মূল কারণ হলো যুগ খলীফার সত্তা এবং খিলাফত ব্যবস্থা। আমীর সাহেব বলেন, আমি তাকে অনলাইনে কুরআন পড়াচ্ছি। আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হবার পূর্বে তিনি সুন্নী মুসলমান ছিলেন কিন্তু সে সময় (বছরগুলোতে) তিনি নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করতেন, সুন্নী মুসলমানরা ঘৃণা ও বিদ্বেষ কেন ছড়ায়? দ্বিতীয়টি হলো, তাদের মাঝে এতো বিরোধ কেন? আর এরা যদি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে

তাহলে তাদের অনুসরণযোগ্য কোনো ইমাম নেই কেন? এ সমস্ত চিন্তাভাবনার মাঝে এমটিএতে যুগ খলীফার খুতবার সাথে আমি সম্পৃক্ত হই। আমার ভেতর থেকে ধ্বনি উত্থিত হয় যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) সত্য। কিন্তু পক্ষান্তরে অপর এক আওয়াজ বলে, অন্য সব মুসলমান আহমদীদের কাফির বলে কেন? অবশেষে তানযানিয়ার এক আহমদী বন্ধুর সাথে আমার যোগাযোগ হয়; এরপর ফ্রান্সের এক আহমদী বন্ধুর সাথে যোগাযোগ হয়। পরিশেষে এই অঞ্চলের মুবাল্লিগ মুযাম্মিল সাহেবের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এরা সবাই আমাকে জামা'তের বইপুস্তক পড়ার জন্য দেয়। সেগুলো পড়ার পর এবং গবেষণার পর আমি বয়আত করি। বয়আতের পর তিনি তার এলাকাতেও তবলীগ করেন এবং সেখানেও তার তবলীগে জামা'ত বড় হয়।

কঙ্গো কিনশাসার আমীর সাহেব বলেন, ম্যাডাম মুয়ানী তোওহ সাহেবা যিনি ওয়েরা জামা'তের সদস্যা। তার বয়স ৮২ বছর। তিনি বলেন, আমি মুসলমান ছিলাম কিন্তু ৪২ বছর বয়সে খ্রিষ্টান হয়ে গিয়েছিলাম, কেননা আমার ছেলে একটি চার্চের পাদরি ছিল। একদিন আমি রেডিওতে যুগ–খলীফার একটি খুতবার ফ্রেঞ্চ অনুবাদ শুনি। শোনার পরপরই তিনি মিশন হাউজে ফোন করে বলেন, আমি যুগ ইমামের বয়আত করতে চাই আর তিনি তার ছেলেকে বলেন, আমার মৃত্যুর পর আহমদীয়া জামা'ত যেন আমার জানাযা পড়ায়।

ক্যামেরুনের মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব বলেন, মারওয়া থেকে এক ভাই উমর যুবায়ের সাহেব ক্যামেরুনের জলসা সালানা ২০২২-এ অংশগ্রহণের জন্য আসেন। তিনি মুয়াল্লেম সাহেবকে নিজের আহমদী হওয়ার বৃত্তান্ত শোনান। উমর সাহেব বলেন, এমটিএ আফ্রিকার মাধ্যমে আমি জামা'ত সম্পর্কে জানতে পারি আর আমি অত্যন্ত আগ্রহভরে যুগ খলীফার খুতবা শুনতাম। প্রতিটি খুতবার পর জামা'তের সাথে আমার সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আমার জ্ঞানও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২০২১ সনের নভেম্বর মাসের প্রথম জুমুআর খুতবায় যুগ–খলীফা তাহরীকে জাদীদের ঘটনাসমূহ ও (আর্থিক)কুরবানীসমূহের উল্লেখ করেন। তখন আল্লাহ্ তা'লা আমার কাছে স্পষ্ট করে দেন যে, এই জামা'ত আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে, যেখানে মানুষ ইসলামের জন্য এতো কুরবানী করছেন। এ বিষয়টির মাধ্যমে আমার হৃদয় সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হয় এবং আমি বয়আত করে জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হই। এরপর থেকে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট এবং আনন্দিত।

সিয়েরা লিওনের ওয়াটারলুর মুরব্বী সাহেব বলেন, গত বছর সেখানকার আলফা সাহেবকে এমটিএতে আমার (হুযূরের) খুতবা শোনার দাওয়াত দেয়া হয়। তিনি নিজ পরিবারসহ জুমুআর খুতবা শুনতে আসেন। খুতবা শুনে খুবই প্রভাবান্বিত হন এবং আট সদস্যের পরিবারের সবাই বয়আত করে জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদীয়াত গ্রহণের পর অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে জামা'তের কাজে অংশগ্রহণ করেন। মসজিদের সংস্কার কাজের সময় পুরোসময় থেকে ওয়াকারে আমলে অংশ নিয়েছেন আর শ্রমিকদের ন্যায় কাজ করেছেন। তিনি নফল রোজাও রাখেন আর লোকদের ইফতারীও করিয়ে থাকেন।

বাংলাদেশ জামা'তের আমীর সাহেব লেখেন, জামা'তের তবলীগ সেক্রেটারী সাহেবের একটি নিজস্ব ছাপাখানা (প্রেস) আছে যেখানে বেলাল নামের একটি ছেলে কাজ করে। জামা'ত সম্পর্কে জানার পর ছেলেটি আমাদের কেন্দ্রীয় মসজিদে আসতে শুরু করে। সেখানে আমার খুতবা ইত্যাদি শুনার তার সুযোগ হয়। কিছুকাল পর তিনি বয়আত করেন কিন্তু তাঁর সহধর্মিণী বয়আত

করেন নি। তাদের বিয়ের সাত বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু কোনো সন্তান ছিল না। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেন, চলো! আমরা যুগ-খলীফার কাছে দোয়ার জন্য পত্র লিখি, আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে সন্তান দেন। মানুষ হুযূর (আই.)-এর কাছে (এজন্য পত্র) লিখে থাকে, চলো আমরাও পরীক্ষা করে দেখি! অতএব তিনি এ বিষয়ে নিজ স্ত্রীকে সম্মত করতে সক্ষম হন, অর্থাৎ চলো! আমরাও দোয়ার জন্য পত্র লিখে পরীক্ষা করি। অতএব তাঁরা (আমার কাছে) দোয়ার আবেদন করেন। এর কয়েক মাস পরেই তাঁর স্ত্রীর গর্ভে সন্তান আসে এবং তাঁর স্ত্রীর বিশ্বাস জন্মে যে, যুগ-খলীফার দোয়ার ফলে আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেছেন। অতএব তিনিও বয়আত করেন।

এরপর বেলজিয়ামের আমীর সাহেব লেখেন, মরক্কের অধিবাসী এক ব্যক্তি সেখানে বসবাস করেন এবং দীর্ঘদিন আহমদীয়াত নিয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধান করে তিনি বয়আত করেন। তিনি বলেন, আমি শৈশব থেকেই অনেক আলেমের সান্নিধ্যে সময় অতিবাহিত করেছি কিন্তু যুগ-খলীফার খুতবা কেবল পবিত্র কুরআনের তফসীরই নয় বরং মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার নিকটে নিয়ে আসে। এসব খুতবা শুনার পর আমি নামাযে স্বাদ পাচ্ছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সত্য স্বপ্নও দেখিয়েছেন। আহমদীয়াত আমার জীবন বদলে দিয়েছে আর একথা বলার সময় তিনি অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন।

সিয়েরা লিওনের মুরব্বী কিনামা সাহেব লিখেন, এক জায়গায় ৫০০ এর অধিক অ–আহমদী সদস্যের জমায়েত ছিল। সেখানে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলে, আহমদীরাই ইসলামের সঠিক পথে রয়েছে। আমরা তাদেরকে ঘৃণা করি কারণ তারা সদা সত্যকথা বলে। যদি কোনো জিনিস সাদা হয় তাহলে সেটিকে তারা সাদাই বলে কিন্তু আমরা কোনো জিনিস কালো হলে সেটিকে সাদা বলি আর এ কারণেই আমাদের মাঝে সত্য ও ঐক্য নেই। একই এলাকার এক ইমাম সাহেবও দাঁড়িয়ে বলেন, যদি তোমরা আহমদীদের খলীফার খুতবা শুন তাহলে তোমরা ইসলামের সঠিক শিক্ষা জানতে পারবে। আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করি নি ঠিকই কিন্তু প্রত্যেক জুমুআর দিন আমি তাদের খলীফার খুতবা শুনি। তোমরাও যদি শুন তাহলে তোমরাও ইসলামী শিক্ষার (সঠিক) জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবে আর আপনারা চাইবেন না যে, খুতবা শেষ হোক।

এরপর মিশাকা রিজিওনের মোবাল্লেগ সাহেব লিখেন, আমার ব্যক্তিগত কোনো কাজে আমি ব্যাংকে যাই, কাজ শেষে ক্ষুধা লাগলে একটি হোটেলে খাবার খেতে যাই। সেখানে দেখতে পাই, হোটেলে লাগানো টেলিভিশনে এমটিএর অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হচ্ছে (আমার রেকর্ড খুতবা চলছিল) আর লোকেরা সেটি শুনছিল। হোটেলের ব্যবস্থাপনার কাছে এ সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা বলে, আমরা অধিকাংশ সময় এই চ্যানেলটি দেখে থাকি, কেননা এই চ্যানেলে অনেক ভালো ভালো কথা বলা হয় যেগুলো আমাদের জন্য খুবই উপকারী। এই চ্যানেলটি দেখতে আমাদের খুব ভালো লাগে। অতএব এভাবেও আল্লাহ্ তা'লা জামা'তের তবলীগের সুযোগ সৃষ্টি করছেন আর অ-আহমদীদের কাছে খিলাফতের গুরুত্ব স্পষ্ট করছেন।

মালীর মোবাল্লেগ উমর মুআয সাহেব লিখেন, এখানকার গিনী রিজিওনের একজন সদস্যের নাম জালা সাহেব। তিনি বলেন, একটি দুর্ঘটনায় তাঁর পায়ের হাড় ভেঙে যায়। তিনি অনেক চিকিৎসা করিয়েছেন। দেশীয় চিকিৎসার পাশাপাশি ডাক্তারও দেখিয়েছেন। কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও হাড় জোড়া লাগছিল না। তিনি এবং তাঁর আত্মীয়স্বজন একথা ভেবে অতিশয় হতাশ হয়ে যান যে, তাঁর হাড় জোড়া লাগবে না। তিনি বলেন, একদিন তিনি স্বপ্নে দেখেন, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) তাঁর জন্য দোয়া করছেন। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নেই তাঁর দোয়ার সাথে সাথে আমীন বলছিলাম। তিনি বলেন, জাগ্রত হওয়ার পর আমি আমীন বলে নিজের পায়ের ওপর হাত বুলিয়ে দেই। তিনি বলেন, পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'লা আমার প্রতি কৃপা করেন আর হাড়ে জোড়া না লাগার যে নৈরাশ্য দেখা দিয়েছিল তা দূর হয়ে হাড়ে জোড়া লাগা আরম্ভ হয় আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে যাই। কেউ বলতেই পারবে না যে, কখনো

আমার হাড় ভেঙেছিল। সুতরাং, এভাবেও আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেন।

অ-আহমদীদের ওপর কেমন প্রভাব পড়ে এ বিষয়ে (একটি ঘটনা শুনাচ্ছি)। কঙ্গো কিনশাসার আমীর সাহেব লিখেন, কঙ্গোতে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'তি রেডিও স্টেশন ছাড়াও ২৩টি স্থানীয় এফএম রেডিওতে সারা সপ্তাহ তবলীগি ও তরবিয়তি প্রোগ্রাম এবং আমার খুতবা জুমুআ নিয়মিত সম্প্রচার হয়। বান্দোনোর স্থানীয় দুটি টিভি চ্যানেলে আমার খুতবা সরাসরি সম্প্রচারিত হয় যার প্রেক্ষাপটে খুবই উৎসাহব্যঞ্জক মন্তব্য আসছে। একজন স্থানীয় খ্রিষ্টান ডাক্তারের সাথে পথিমধ্যে একদিন সাক্ষাৎ হলে তিনি বলেন, আমি আপনাদের ইমামের খুতবা শুনি যা খুবই প্রভাব বিস্তারকারী আঙ্গিকে তিনি উপস্থাপন করে থাকেন। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা স্থানীয় ভাষায়ও উক্ত খুতবার অনুবাদ করুন যেন বেশি বেশি মানুষ এ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে পারে।

অতএব এভাবেও আল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের বাণী (সবার মাঝে) পৌঁছানোর ব্যবস্থা করছেন। অ-আহমদীরা এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন যে, যুগ-খলীফার বাণী মানুষের মাঝে প্রচার করো। এভাবেই ভূমি সমতল হচ্ছে। এমন সময়ও আসন্ন যখন তাদের বক্ষ উম্মোচিত হবে ইনশাআল্লাহ্। তখন এরা আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম চিনতে পারবে। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে খিলাফতের মাধ্যমে ঐশী কল্যাণরাজী অব্যাহত রাখার যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা এমন অদ্ভুতভাবে পূর্ণ হচ্ছে যে, মানুষের মনমস্তিষ্ক তা কল্পনাও করতে পারে না। আহমদী ও অ-আহমদীদের এসব ঘটনা এবং আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলী আহমদীয়া খিলাফতের সাথে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.), যাঁর মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে আগমন করে জগদ্বাসীকে এক উম্মতে পরিণত করার কথা ছিল, তাঁর সত্যতার প্রমাণ নয় তো আর কী?

একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'তই খিলাফত ব্যবস্থাপনার অধীনে আজ সারা পৃথিবীতে ইসলামের উন্নতি ও তবলীগের কাজ করে চলেছে। বৈরি পরিস্থিতি সত্ত্বেও যেসব উন্নতি আমরা প্রত্যক্ষ করছি সেগুলো আল্লাহ্ তা'লার প্রত্যক্ষ সাহায্যের প্রমাণ নয় তো আর কী? কিন্তু যে অন্ধ সে এগুলো দেখতে পায় না এবং তার জন্য দেখা সম্ভবও না। ইনশাআল্লাহ্ আহমদীয়া জামা'ত আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়্যত যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে শুরু হয়েছে তা কেয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে এবং কোনো শত্রু এর সামান্যতম ক্ষতিও সাধন করতে পারবে না।

অতএব আমাদের ঈমানে আরো বেশি উজ্জল্য সৃষ্টি করা এবং আহমদীয়া খিলাফতের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত রাখার চেষ্টা করা উচিত। আমরা যেন এই (খিলাফত ব্যবস্থাপনা) প্রতিষ্ঠিত রাখতে কোনো প্রকার ত্যাগস্বীকারে কুণ্ঠা বোধ না করি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর সৌভাগ্য দিন। (আমীন)

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)